"তিনজনে ঠাকুরালী করিয়া বেড়াও।
কি গুণেতে বসে বসে এত ভাত খাও?
ঠাকুরালী করে এত ভাত খেয়ে ফের।
গো-গৃহে মরেছে গরু রক্ষা গিয়া কর।।
বেড়াইয়ে খেয়ে খেয়ে করিলি পয়মাল।
এই গরু বাঁচিলে বুঝিব ঠাকুরাল।।
'বিশারে বাঁচালি বলে ওরে হরিদাস।
এই গরু বাঁচাইয়া খাওয়া দেখি ঘাস।।
বড় সাধু ব্রজা তুই পাগল *কোলা'স্।
হরির সঙ্গেতে তুই অনেক বেড়াস্।।
এই গরু আজ যদি না পার বাঁচাতে।
তাহলে তোমাদের আর নাহি দিব খেতে"।।
এত শুনি ব্রজ চাহে ঠাকুরের ভিতে।
ঠাকুর ব্রজকে ব'লে দিলেন ইঙ্গিতে।।
"যা রে ব্রজ! আমি তোরে দিনু এই নড়ী।
উঠ্ বলি বলদেরে মার গিয়া বাড়ি"।।
হুঙ্কার করিয়া ব্রজ করি হরিধ্বনি।
বলদের পৃষ্ঠে বাড়ি মারিল অমনি।।
"ওঠ্ ওঠ্ ওরে গরু র'লি কেন শুয়ে?
অমনি উঠিয়া গরু গেল দৌড়াইয়ে।।
যে পতিত জমিতে ঠাকুর বসে ছিল।
সে জমিতে গিয়া ঘাস খাইতে লাগিল।।
বড় কর্ত্তা বলে "ওরে ব্রজ, হরিদাস।
অপরাধী হইয়াছি তোমাদের পাশ।।
আজ হ'তে চিনিলাম তোমা সবাকারে"।
এত বলি কত বড়কর্ত্তা অনুনয় করে।।
বড়কর্ত্তা সুখ-নীরে মহানন্দে ভাসে।
রচিল তারচন্দ্র মহানন্দ ভাষে।।

কোলা'স্—জাহির করিস্।

কৃষ্ণদাসের ভ্রান্তি দূর

বড় কর্ত্তা, কহে বার্তা, শুন হরিদাস।
তব খেলা, সব লীলা, জগতে প্রকাশ।।
এত দিনে, নাহি চিনে, কত যে বলেছি।
ব্রজনাথে, বিশ্বনাথে, চিনেছি চিনেছি।।
গেল চিন্তে, তোমা চিন্‌তে আর চিন্তা নাই।
মনোভ্রান্তে তোমা চিন্‌তে পারি না রে ভাই।।
ধন্যা মাতা, ধন্য পিতা, ধন্য তুমি ভাই।
তোমা হেন, ভাই যেন, জন্মে জন্মে পাই।।
ধন্যবংশ, অবতংস, তুমি যে আসিয়ে।
আমি ধন্য, জগন্মান্য, তোমা ভাই পেয়ে।।
তুমি আদি, গুণনিধি, পালক পালিকা।
তুমি স্থূল, বৃক্ষ মূল, বসে থাক ঘরে।
ভক্ত সঙ্গে, মনোরঙ্গে, মোরা পত্র শাখা।।
দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষা করে, খাওয়া'ব তোমারে।।
আর তিন, ভাই দীন, তারা শাখা পত্র।
তব গুণে, জগজ্জনে, হইবে পবিত্র।
কর খেলা, সব বেলা, ভক্তগণ ল'য়ে।
ক্ষুধা হ'লে, সবে মিলে, যেওরে খাইয়ে।।
আমি ভৃত্য, চির নিত্য, খাটিব সংসারে।
তব সেবা, রাত্রি দিবা করিব সাদরে"।।
ভক্তিময়, অনুনয়, করে বড়কর্ত্তা।
শ্রীতারক, সুরচক, হরিলীলা বার্তা।।